যুগান্তর

তারিখ ... 16 JUN 2012 ...
পৃষ্ঠা ... 20 কলাম ... 5 ......

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ডের খবর নেই

নতুন বাজেটেও নেই অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাবনা

মুশতাক আহমদ

এক বছরেও গঠন সম্পন্ন হয়নি 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড'। অথচ এই ফান্ডটি গঠনের জন্য গত জুনে বাজেটে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। কথা ছিল, এই ফান্ড পূর্ণাঙ্গকরণের লক্ষ্যে বেসরকারি খাত বিশেষ করে কর্পোরেট জগত থেকে অনুদান নেয়া হবে। এর বাইরে প্রয়োজনে সরকার আরও অর্থ দেবে। এর আগে এটিকে একটি আইনি রূপ দেয়া হবে। কিন্তু বিগত একটি বছর কেবল আইন প্রণয়ন আর জনবল কাঠামো পাস

ট্রাস্ট : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৩

ট্রাস্ট : শিক্ষা সহায়তা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

প্রচেষ্টায় মধ্যেই কেটে গেছে। নতুন অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে এই খাতে কোন অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়নি। অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতায় এ নিয়ে তেমন দিকনির্দেশনাও দেননি। ফলে ট্রাস্ট ফান্ডটির ভবিষ্যৎ কি হবে, আর এটা গঠনে কোন ধরনের কার্যক্রম কবে নাগাদ শুরু হবে, তা নিয়ে এক ধরনের অনিশ্চয়তা রয়েই গেছে।

ট্রাস্ট ফান্ডটি গঠন কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্তদের একজন হলেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) পরিচালক অধ্যাপক ড. সিরাজুল হক। শুক্রবার বিকালে তিনি যুগান্তরকে জানান, ফান্ডটি গঠন কার্যক্রম থেমে নেই। এরই মধ্যে এর আইন সংসদে পাস হয়েছে। একটি জনবল কাঠামো গঠনের প্রস্তাব করে তা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। সেটি বিবেচনার জন্য এখন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে রয়েছে।

স্বপ্নের পথচলা : প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ডকে অনেকে স্বপ্নের সঙ্গে তুলনা করেন। কেননা সরকারি ব্যবস্থাপনায় ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী এবং পরবর্তীতে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর লেখাপড়ার ক্ষেত্রে উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম চালু রয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে পুরোপুরি সরকারি অর্থে আবার কোন প্রকল্পে দাতা সংস্থার অর্থ নিয়ে এই কার্যক্রম কার্যকর রাখা হয়েছে। সর্বশেষ সরকার স্নাতক স্তরের ছাত্রীদের জন্যও উপবৃত্তি দেয়ার প্রকল্প শুরু করেছে। এর বাইরে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সিএসআর (কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি) হিসেবে সরাসরি শিক্ষাবৃত্তি দিচ্ছে। এর ফলে সবমিলিয়ে শিক্ষাবৃত্তি বা উপবৃত্তি প্রদানে এক ধরনের 'বিশৃংখলা' চলছিল। অন্যদিকে সুবিধাভোগীদের সঠিক তথ্যও ছিল না সরকারের কাছে। বিপরীত দিকে এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারেও প্রতিশ্রুতি ছিল। সবমিলিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ট্রাস্ট ফান্ড নতুন স্বপ্ন আর প্রত্যাশার জন্ম দিয়েছিল।

শিক্ষা, অর্থ এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, ষষ্ঠ থেকে স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত প্রথমে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সবাই এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৯০ ভাগ শিক্ষার্থীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা ছিল। পর্যায়ক্রমে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাকিদেরও অন্তর্ভুক্ত করার চিন্তাভাবনা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রথম ধাপে কেবল দরিদ্র ও মেধাবীদেরই বিনাবেতনে পড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে; যা অর্থমন্ত্রীর বক্তৃতায় প্রকাশিত হয়েছে। জানা গেছে, বিনাবেতনের সুবিধাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাসের মূল কারণ আর্থিক সংকট। সব শিক্ষার্থীকে অবৈতনিক পড়ানোর লক্ষ্যে তহবিলটিতে সরকারের (চলতি বাজেটে) ৩ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের চিন্তাভাবনা ছিল। কিন্তু সার্বিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের কারণে ১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। আর এ কারণেই চিন্তাভাবনায় হোঁচট খেতে হয়েছে শুরুতেই।

সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অভিপ্রায় অনুযায়ী শিক্ষাক্ষেত্রে এই বড় ধরনের পদক্ষেপ গৃহীত হয়। চলতি অর্থবছরেই (২০১১-১২) বিষয়টির কার্যকর প্রক্রিয়া শুরুর চিন্তাভাবনা ছিল। প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ২০১৪ সাল পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা উপবৃত্তি পাবে। তবে ফান্ডটি গঠন প্রক্রিয়া চূড়ান্ত রূপ পাবে ২০২১ সালে। এ লক্ষ্যেই প্রাথমিকভাবে ১১ হাজার কোটি টাকার একটি হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। জানা গেছে, এই ফান্ডের বেশিরভাগ অর্থই আসবে সরকারের তহবিল থেকে। এছাড়া সিএসআর হিসেবে আর্থিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকেও বছরে কমপক্ষে ৬০ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হবে। যারা স্বেচ্ছায় অর্থ দেবেন তাদের ট্যাক্স-ওয়েভার দেয়ার প্রস্তাবনা রয়েছে। এছাড়া রাষ্ট্রীয়ভাবে বিশেষ সম্মাননা দেয়া হবে সংশ্লিষ্টদের।

ফান্ডটি গঠন প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান ও ট্রাস্টফান্ড প্রণয়ন কমিটির সদস্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী। তিনি সম্প্রতি যুগান্তরকে বলেন, বিগত জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারের ঘোষণার আলোকে এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সহায়তা সংক্রান্ত দিকটি জাতীয় ও একক ট্রাস্ট ফান্ডের মাধ্যমে (আর্থিক দিক) নিয়ন্ত্রণ করা হলে অর্থের অপচয় যেমন কমবে, তেমনি ঘরে ঘরে সুফল পৌঁছে যাবে।

বর্তমান সুবিধাভোগী : উল্লেখ্য, বর্তমানে চারটি উপবৃত্তি প্রকল্পের মাধ্যমে ৩৮ লাখ ৯২ হাজার শিক্ষার্থীকে সরকার আর্থিক সহায়তা (উপবৃত্তি) দিচ্ছে। এছাড়া মেধাবৃত্তি হিসেবে আরও ১ লাখ ১৫ হাজার শিক্ষার্থী অর্থ সহায়তা পেয়ে থাকে। সরকারি নথিতে দেখা যায়, ২০১১-১২ অর্থবছরে ট্রাস্ট ফান্ডটি শুরু হয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে পূর্ণাঙ্গতা পাওয়ার কথা। এর অংশ ২০১৪ সালের জুনের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে চালু করা উপবৃত্তিগুলো গুটিয়ে ফেলা হবে। এক্ষেত্রে অবশ্য চালুর অপেক্ষায় থাকা 'স্নাতক পর্যায়ের ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান' প্রকল্প ২০১৫ সাল পর্যন্ত চলবে। বিভিন্ন সময়ে উপবৃত্তি বন্ধ হলেও তা চালিয়ে নেয়া হবে ট্রাস্টফান্ডের অর্থের মাধ্যমে।

বর্তমানে ৩৩ দশমিক ৩৮ ভাগ শিক্ষার্থী উপবৃত্তি পাচ্ছে। এই সংখ্যা ২০১৪ সালের মধ্যে ৩৮ ভাগে উন্নীত হবে। বর্তমানে ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণীতে মাসে গড়ে ১৪০ টাকা, নবম-দশম শ্রেণীতে ১২৫ টাকা, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে ১৭৫ টাকা এবং স্নাতকে ২শ' টাকা হারে উপবৃত্তি রয়েছে। এটা বাড়িয়ে (ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায়) উল্লেখিত চারটি ধাপে যথাক্রমে ১৫০ টাকা, ২শ'-২৫০ টাকা, ৩শ'-৩৫০ টাকা এবং সাড়ে ৩শ'-৪শ' টাকা করে দেয়া হবে। মূলত এই বাড়তি অর্থই স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে (সরকারি) টিউশন ফিসহ অন্যান্য খরচের পেছনে ব্যয় করা হবে। কিন্তু ফান্ডটির গঠন কাজই এখন পর্যন্ত শেষ হল না।